ফলে বীতস্পৃহ হইয়া একমাত্র ভক্তি অনুষ্ঠানেই আদর বা আবেশ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই শ্রদ্ধাপদটি অকিঞ্চনাভক্তির অধিকারীর বিশেষণরূপে উপদেশ করিয়াছেন। শ্লোকস্থ 'জাতশ্রদ্ধ' পদটি "পুমান্" পদের বিশেষণ। "জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু"—এই শ্লোকেও "জাতশ্রদ্ধ" পদটি অধিকারীর বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। "ততো ভজেত মাং প্রীত" এই শ্লোকে "ততঃ" পদটি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, অর্থাৎ "তাং শ্রদ্ধামারভ্য"—"সেই শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া"—এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও একটি বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—যখন হইতে সাধনভক্তির কোনও অঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হইতে অনন্যাভক্তির আরম্ভের কথা শ্লোকে উল্লেখ করা আছে বটে কিন্তু ঐ ভক্তির অনুষ্ঠান কখন পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা কিছু উল্লেখ না থাকায় আত্মারাম অবস্থাতেও সেই ভক্তির প্রবৃত্তি কোন কোন সাধকের দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে সেই ভক্তির সাম্রাজ্য সর্ব্ববস্থাতেই অভিপ্রেত। ইহার পরে অর্থাৎ "জাতশ্রদ্ধো মৎ-কথাসু" এই শ্লোকের পর ১১।২০।৩৪ শ্লোকে বলিবেন—"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্। অর্থাৎ আমার ঐকান্তিক ধীর সাধু-ভক্তগণ কিছুই কামনা করেন না—এমনকি আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত পুনরাবৃত্তিশূন্য কৈবল্যমুক্তিও প্রার্থনা করে না। এই শ্লোকে আত্মারাম অবস্থাতেও ভক্তির প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, ভক্তির সর্ব্ব অবস্থায় সাম্রাজ্য জ্ঞাপন করিয়া সেই ভক্তিবিনা কর্ম্ম এবং জ্ঞান নিজ নিজ ফলপ্রদানে যে অসমর্থ, তাহাই জানাইয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে অনন্যাভক্তির অধিকারে শ্রদ্ধামাত্রকে হেতুরূপে উল্লেখ করিয়া সেই অনন্যাভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তি যেমন করিয়া ভজন করিবে, ভগবান্ সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। সেই শ্রদ্ধালু অর্থাৎ বিশ্বাসবান্ "প্রীতঃ" ভক্তিঅঙ্গে সঞ্জাতরুচি অর্থাৎ আসক্ত, "দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" সাধনে অধ্যবসায়ে ভঙ্গরহিত হইয়া সহসা ত্যাগে অসমর্থ জন্য বিষয়ভোগও করিতেছে, অথচ সেই ভোগের প্রতি তুচ্ছবুদ্ধিও পোষণ করিতেছে ; সেই বিষয়ভোগে তুচ্ছ বুদ্ধি হইবার হেতু সেই বিষয়ভোগ ফলকালে শোকাদিপ্রদ অর্থাৎ যিনি যত বিষয় ভোগ করিবেন, তিনি ততই দুঃখ-শোকে অভিভূত হইবেন—এই ভাবিয়া ভোগের প্রতি সততই দোষদৃষ্টি পোষণ করে, অথচ সহসা পরিত্যাগ করিতেও অসমর্থ। এস্থলে "কাম" অর্থাৎ বিষয়ভোগ বলিতে অপাপজনক ভোগই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শাস্ত্রে কোন প্রকারেও পাপজনক ভোগের বিধান করে নাই, প্রত্যুত "পরপত্নীপর-